Vol. 34 | No. 1 | 1990

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

প্রসঙ্গ: সংস্কৃত ছন্দ

Volume	34
Issue	1
Year	1990
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য
Published online	February 1, 1991
DOI	10.62328/sp.v34i1.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v34i1.7
Pages	137-160
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

প্রসঙ্গ: সংস্কৃত ছন্দ

দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য

ছন্দ শব্দের সাধারণ অর্থ ছাঁদ বা প্যাটার্ন। ধ্বনিপ্রবাহ যখন বিশেষ একটি ছাঁদে বাঁধা পড়ে, তখনই তা ভাবে-ভাষায় বন্ধনেও বন্ধনহীন গতিতে ছন্দ হয়ে ওঠে। হৃদপিন্ড বা ঘড়ির সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত ধ্বনিপ্রবাহেও এক ধরনের ছন্দের উপলব্ধি হয়। এভাবে কাব্যের ধ্বনি প্রবাহ যখন একটি বিশেষ ছাঁদে তরঙ্গিত হয়, তখন কাব্যের ছন্দ আমাদের কানে ধরা দেয়।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, কাব্যে ছন্দের উপযোগিতা কী? ছন্দ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুধাবন করলে এ প্রশ্নের একটি সদুত্তর পাওয়া যেতে পারে। বৈদিক আচার্যদের মতে, চুরাদিগণীয় ছদ্-ধাতু থেকে ছন্দ শব্দটি উৎপন্ন। তাই নিরুক্তকার যাস্ক বলেন, 'ছন্দাংসি ছাদনাৎ" (নিরুক্ত ১২। ২)—অর্থাৎ আচ্ছাদন করে বলেই নাম হয়েছে ছন্দ। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে, ''দেবা বৈ মৃত্যোর্বিভ্যতস্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশন্; তে ছন্দোভিরচ্ছাদয়ন্; যদেভিরচ্ছাদয়ংস্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্তম্।।" (১।৪।২)—অর্থাৎ দেবগণ মৃত্যুজনক পাপভয়ে ভীত হয়ে বেদবিদ্যায় প্রবিষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরা নিজেদের ছন্দের দ্বারা আচ্ছাদন করেছিলেন বলেই ছন্দের ছন্দত্ব অর্থাৎ মন্ত্র ছন্দ নামে অভিহিত হয়েছে।

এখানে রূপকের আবরণে কাব্যরহস্যের একটি গভীর কথা বলা হয়েছে। দেবগণ ঋষিকবিদের প্রাতিভ সৃষ্টি। বেদের ছন্দোময় কবিতা অমর করে রেখেছে দেবগণকে। দেবস্তুতি যদি ছন্দের বন্ধনে কবিতায় বিধৃত হয়ে না থাকত তাহলে হয়তো দেবগণ যুগ যুগ ধরে অমর হয়ে থাকতেন না মানুষের কল্পনায়। ছন্দোহীন বাক্য ঠোঁটের বুলিমাত্র, আয়ু তার ক্ষীণ, নিমেষে যায় হারিয়ে। আর ছন্দোময় বাক্য প্রাণের ভাষা; প্রাণ থেকে প্রাণে তার যুগাতিশায়ী পদসঞ্চার। এ কারণেই দেবগণ

চেয়েছিলেন ছন্দের আচ্ছাদনে নিজেদের ঢেকে মানুষের কল্পনায় বেঁচে থাকতে। ছন্দের এই মৃত্যুঞ্জয় স্বরূপটির কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে (রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১০ম খন্ড, পৃ ৭) সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন-''সেদিন পড়িতেছি 'জল পড়ে পাতা নড়ে।' আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা। সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয়না—তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখন তাহার ঝংকারটা ফুরায় না, মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।"

বৈয়াকরণদের মতে, আহলাদনার্থক চুরাদিগণীয় চন্দ্-ধাতু থেকে ছন্দ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে—√ চন্দ্ + অসুন্= ছন্দঃ। ''চন্দেরাদেশ্চ ছঃ" (উণাদি প্রকরণ, ৬৫৮) এই সূত্রানুসারে চন্দ্-ধাতুর চ-স্থানে 'ছ' হয়েছে। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থানুযায়ী প্রধানত যা আনন্দ দান করে তারই নাম ছন্দ। কবিতায় কবি যতটুকু দেন পাঠক যে তার সবটুকুই বুঝতে পারেন তা নয়। কিন্তু ছন্দের দোলায় মন দুলে ওঠে বলেই কবিতার সবটুকু অর্থ না বুঝলেও কাব্যপাঠের আনন্দ কিছু কমে না। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ গীতগোবিন্দ পাঠের প্রথম অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন, 'আমি তখন সংস্কৃত কিছুই জানিতাম না। বাংলা ভালো লাগে বলিয়া অনেকগুলি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিতাম। সেই গীতগোবিন্দখানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দ ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে জিনিসটা গাঁথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে।" (রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১০ম খন্ড, পৃ.৩৭)। ছন্দের এই আনন্দময় দিকটির প্রতি লক্ষ্য রেখেই ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ''কবিতার শব্দ ও (পর্ববিভক্ত) পদ উচ্চারণে ধ্বনির যে তান কানে ও মনে আনন্দ দান করে তারই নাম ছন্দ।" (সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ৫৩৩)।

ছন্দের উৎপত্তি বিষয়ে অবশ্য পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিত Westphal-এর *'Metrik der griechen'* গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে বলা হয়েছে, ''দলবদ্ধনৃত্যে সামনে পেছনে আটবার করে পদক্ষেপের তালে তালে গান গাওয়ার ফলেই ইন্দো-ইউরোপীয় ছন্দের জন্ম।" (ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দোবিবর্তন, পৃ. ২৩৮)। মার্কসবাদী ইউরোপীয়গণের ধারণা, দলবদ্ধভাবে শ্রমসাধ্য কর্ম করা থেকেই

উৎপত্তি হয়েছে ভাষাগত ছন্দের। কিন্তু ভারতীয় পণ্ডিতগণের অভিমত, ব্যক্তিগত ভাবাবেগই ভাষায় ছন্দের আবির্ভাব ঘটিয়েছে। রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, রতিক্রিয়ানিরত ক্রৌঞ্চযুগলের মধ্যে ক্রৌঞ্চ শরাঘাতে নিহত ও রক্তাক্ত কলেবরে ভূলুণ্ঠিত হওয়ায় ক্রৌঞ্চী আর্তকণ্ঠে চীৎকার করতে থাকে। এর ফলে শোকাভিভূত হয় মহর্ষি বাল্মীকির হৃদয় এবং শোকাবেগে তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হয় অপূর্ব এক ছন্দোবদ্ধ বাণী—

''মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।।
১।২।১৫

ভারতীয় পণ্ডিতগণ মনে করেন, এটিই হচ্ছে আদিকবির আদিকবিতা এবং এই কবিতার ছন্দ অনুষ্টুপই আদিছন্দ। শোকোদ্ভূত বলে এর নাম হয় শ্লোক।[১] এই শ্লোক চারটি পাদ বা চরণে গঠিত। প্রত্যেক শ্লোকের এক-চতুর্থাংশ পাদ সংজ্ঞায় অভিহিত। এ প্রসঙ্গে নাট্যশাস্ত্রকার ভরতমুনি বলেছেন, ''পাদশ্চ পদ্যতে ধাতোশ্চতুর্ভাগ ইতি স্মৃতঃ" *[নাট্যশাস্ত্র ১৫।৯০ (ঘ)]*—পদ্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন পাদশব্দে বুঝায় শ্লোকের এক চতুর্থাংশ। গুরুনাথ বিদ্যানিধির বক্তব্যেও এ কথারই প্রতিধ্বনি হয়েছে, ''মাতৃকস্য চতুর্ভাগঃ পাদ ইত্যভিধীয়তে" মাতৃকস্য শ্লোকস্য ইত্যর্থঃ।" (গুরুনাথ বিদ্যানিধিকৃত টীকা, *ছন্দোমঞ্জরী*, পৃ. ৩)।

পূর্বোক্ত 'মা নিষাদ' ইত্যাদি শ্লোককে আদিকবিতা বলা হলেও ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে কিন্তু তা সত্য নয়। কারণ, সংস্কৃত ভাষার পূর্ববর্তী বৈদিক ভাষায়ও বহু কবিতা রচিত হয়েছিল এবং অনুষ্টুপ বৈদিক ভাষারই অন্যতম একটি ছন্দ। বাল্মীকির কবিত্বলাভের বহু পূর্ব থেকেই এই ছন্দটি প্রচলিত আছে। রামায়ণের যুগে ভারতীয় পণ্ডিতগণ যে একথা জানতেন না, তা নয়। তবু তাঁরা 'মা নিষাদ' ইত্যাদি কবিতাকে আদি কবিতা বলেছেন। এর কারণ নির্ণয় করে তারাপদ ভট্টাচার্য্য বলেছেন, ''বৈদিক ভাষা ও ছন্দ অপৌরুষেয়। উহা দেবতার দান মাত্র, মানবীয় ব্যাপার নহে; ইহা বুঝাইবার জন্যেই উক্ত গল্পের অবতারণা করিয়া বাল্মীকিকে আদি মানবীয় কবি এবং 'মা নিষাদ' শ্লোকের ছন্দকে লৌকিক আদি ছন্দ বলা হইয়াছে। শোকের শ্লোকত্বই কিন্তু বাল্মীকির কবিত্ব লাভ কাহিনীর আসল তাৎপর্য; ইহার দ্বারা বুঝানো হইয়াছে—গোষ্ঠীবদ্ধ ক্রিয়ার ফল নহে, ব্যক্তিবিশেষের

হৃদয়াবেগেই ভাষায় ছন্দের আবির্ভাব ঘটিয়াছে।'' (*ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দোবিবর্তন*, পৃ. ২৪০)।

বৈদিক ছন্দ প্রধানত সাতটি– গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙক্তি, ত্রিষ্টুপ ও জগতী। এই সাতটি ছন্দের মধ্যে গায়ত্রীই প্রধান। এ সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বলা হয়েছে, ''গায়ত্রী ছন্দসাং মাতা'' (১০। ২৬)—অর্থাৎ গায়ত্রী সর্বছন্দের জননী। ২৪টি অক্ষরে গায়ত্রী ছন্দ গ্রথিত। এই ছন্দে থাকে ৩টি পাদ এবং প্রতি পাদে থাকে ৮টি অক্ষর। উষ্ণিক ছন্দ ২৮টি অক্ষরে নিবদ্ধ। প্রথম দুই পাদের প্রতিটিতে থাকে ৮টি করে অক্ষর এবং অপর পাদটিতে থাকে ১২টি অক্ষর। তবে প্রথম দুটি পাদের প্রত্যেকটি যে ৮ অক্ষরে রচিত হবে এমন কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। কখনো কখনো এর ব্যত্যয়ও হতে পারে। অনুষ্টুপ ছন্দে চারটি পাদ থাকে এবং প্রত্যেক পাদে আটটি অক্ষর থাকে। বৃহতী ছন্দ গ্রথিত হয় চারটি পাদে। প্রথম তিন পাদের প্রত্যেকটিতে ৮টি এবং চতুর্থ পাদে থাকে ১২টি অক্ষর। পঙক্তি ছন্দ ৪০ অক্ষরবিশিষ্ট; প্রথম দুটি পাদের প্রতিটিতে থাকে ১২ অক্ষর এবং অপর দুটি পাদে থাকে ৮ অক্ষর। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ রচিত হয় ৪৪টি অক্ষরে; এর প্রতি পাদে থাকে ১১টি অক্ষর। ৪৮টি অক্ষর বিশিষ্ট জগতী ছন্দের প্রত্যেক পাদে থাকে ১২টি অক্ষর। কখনো কখনো প্রতি পাদ ৮ অক্ষরবিশিষ্ট ৬টি পাদেও জগতী ছন্দ রচিত হয়ে থাকে। এই আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে, গায়ত্রী ছন্দের সঙ্গে অতিরিক্ত ৪ এবং তারপর ৪ এভাবে চার চার অক্ষর যোগ করে অন্যান্য ছন্দ গঠিত। এই সাতটি ছন্দের আবার বহু বিভাগ ও উপবিভাগ আছে, কিন্তু অধিক বিস্তারের আশঙ্কায় অন্য কোথাও এ বিষয়টি আলোচনার ইচ্ছা রইল।

বৈদিক ছন্দের পরে সৃষ্ট হয় সংস্কৃত ছন্দ। সংস্কৃত ভাষায় বৈদিক ছন্দের আমূল পরিবর্তন ঘটে। গায়ত্রী প্রভৃতি সমস্ত ছন্দই প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। একমাত্র অনুষ্টুপ্ ছন্দই স্বনামে আছে বেঁচে। তাছাড়া প্রাকৃত ভাষা থেকে সংস্কৃতে একটি ছন্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, এর নাম মাত্রা। সংস্কৃত ছান্দসিকগণ ছন্দকে প্রধানত দুভাগে বিভাজিত করেছেন—বৃত্ত ও জাতি বা মাত্রা। অক্ষর গণনা অনুসারে নিবদ্ধ ছন্দের নাম বৃত্ত ছন্দ—''বৃত্তমক্ষরসংখ্যাতং.......।" (*ছন্দোমঞ্জরী* ১।৪)। বৃত্ত শব্দটি কোথাও কোথাও আবার ছন্দ অর্থেও প্রযুক্ত হয়েছে, যেমন- বৃত্তরত্নাকর, বৃত্তমৌক্তিক প্রভৃতি। আবার, নাট্যতত্ত্বে বৃত্ত শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে বৃত্তান্ত অর্থে—''নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ........।" (*সাহিত্যদর্পণ* ৬।৭)। আলঙ্কারিক, ছান্দসিক

ও নাট্যতত্ত্ববিদ কৃষ্ণশর্মা (১৮৩৫-১৯০৯) *কুক্রমন্দারমরন্দচম্পূ'* গ্রন্থে বৃত্ত ছন্দের নামকরণ করেছেন বার্ণ ছন্দ। বৃত্ত ছন্দ বা বার্ণ ছন্দ তিনভাগে বিভক্ত—সমবৃত্ত, অর্ধসমবৃত্ত ও বিষমবৃত্ত।

সমবৃত্ত—যে বৃত্তের চারটি চরণই লঘুগুরুক্রমে সমসংখ্যক অক্ষরে গঠিত, তাকে বলা হয় সমবৃত্ত ছন্দ। সংস্কৃত কাব্যের অধিকাংশ শ্লোকই সমবৃত্ত ছন্দে রচিত। অক্ষরসংখ্যার ভিত্তিতে সংস্কৃত সমবৃত্ত ছন্দ প্রধানত ২৬ প্রকার—

১ উক্‌থা-একাক্ষরা বৃত্তি
২ অত্যুক্‌থা-দ্ব্যক্ষরা বৃত্তি
৩ মধ্যা-ত্র্যাক্ষরা বৃত্তি
৪ প্রতিষ্ঠা-চতুরক্ষরা বৃত্তি
৫ সুপ্রতিষ্ঠা-পঞ্চাক্ষরা বৃত্তি
৬ গায়ত্রী-ষড়ক্ষরা বৃত্তি
৭ উষ্ণিক্-সপ্তাক্ষরা বৃত্তি
৮ অনুষ্টুপ্-অষ্টাক্ষরা বৃত্তি
৯ বৃহতী-নবাক্ষরা বৃত্তি
১০ পঙক্তি-দশাক্ষরা বৃত্তি
১১ ত্রিষ্টুপ্-একাদশাক্ষরা বৃত্তি
১২ জগতী-দ্বাদশাক্ষরা বৃত্তি
১৩ অতিজগতী-ত্রয়োদশাক্ষরা বৃত্তি
১৪ শর্করী-চতুর্দশাক্ষরা বৃত্তি
১৫ অতিশর্করী-পঞ্চদশাক্ষরা বৃত্তি
১৬ অষ্টী—ষোড়শাক্ষরা বৃত্তি
১৭ অত্যষ্টী—সপ্তদশাক্ষরা বৃত্তি
১৮ ধৃতি-অষ্টাদশাক্ষরা বৃত্তি
১৯ অতিধৃতি—উনবিংশতি-অক্ষরা বৃত্তি

২০ কৃতি—বিংশতি-অক্ষরা বৃত্তি
২১ প্রকৃতি—একবিংশতি-অক্ষরা বৃত্তি
২২ আকৃতি—দ্বাবিংশতি-অক্ষরা বৃত্তি
২৩ বিকৃতি—ত্রয়োবিংশতি-অক্ষরা বৃত্তি
২৪ সংস্কৃতি—চতুর্বিংশতি-অক্ষরা বৃত্তি
২৫ অতিকৃতি—পঞ্চবিংশতি-অক্ষরা বৃত্তি
২৬ উৎকৃতি—ষড়্-বিংশতি-অক্ষরা বৃত্তি

ইন্দ্রবজ্রা, বসন্ততিলক, মালিনী, মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি বিখ্যাত সমবৃত্ত ছন্দ। ইন্দ্রবজ্রা ছন্দের প্রতি পাদ একাদশাক্ষরে, বসন্ততিলক ছন্দের প্রতি পাদ চতুর্দশাক্ষরে, মালিনী ছন্দের প্রতিপ াদ পঞ্চদশাক্ষরে এবং মন্দাক্রান্তা ছন্দের প্রতি পাদ সপ্তদশাক্ষরে রচিত।

ইন্দ্রবজ্রা—''স্যাদিন্দ্রবজ্রা যদি তৌ জগৌ গঃ" *(ছন্দোমঞ্জরী*, পৃ. ৪৫)- যে ছন্দের প্রতি পাদে যথাক্রমে দুটি 'ত' গণ, একটি 'জ' গণ ও দুটি 'গ' গণ থাকে, তাকে ইন্দ্রবজ্রা ছন্দ বলা হয়। যেমন—

ত			ত			জ			গ	গ
গো	ষ্ঠে	গি	রিং	স	ব্য	ক	রে	ণ	ধৃ	ত্বা
–	–	∪	–	–	∪	∪	–	∪	–	–
রু	ষ্টে	ন্দ্র	ব	জ্রা	হ	তি	মু	ক্ত	বৃ	ষ্টৌ।
–	–	∪	–	–	∪	∪	–	∪	–	–
যো	গো	কু	লং	গো	প	কু	ল	ঞ্চ	সু	স্থং
–	–	∪	–	–	∪	∪	–	∪	–	–
চ	ক্রে	স	নো	র	ক্ষ	তু	চ	ক্র	পা	ণিঃ।।
–	–	∪	–	–	∪	∪	–	∪	–	–

বসন্ততিলক—''জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ" *(ছন্দোমঞ্জরী*, পৃ. ৯২)—যে ছন্দের প্রতি পাদে যথাক্রমে 'ত', 'ভ', দুটি 'জ' ও দুটি 'গ' গণ থাকে, তার নাম বসন্ততিলক ছন্দ। যেমন—

ত	ভ	জ	জ	গ	গ
পূ র্বং ত্ব	য়া প্য ভি	ম তং গ	ত মে ব	মা	সী
- - ∪	- ∪ ∪	∪ - ∪	∪ - ∪	-	-
ছ্বলা ঘ্যং গ	মি ষ্য সি	পু ন র্বি	জ য়ে ন	ভ	র্ত্তুং।
- - ∪	- ∪ ∪	∪ - ∪	∪ - ∪	-	-
কা ল ক্র	মে ণ জ	গ তঃ প	রি ব র্ত	মা	না
- - ∪	- ∪ ∪	∪ - ∪	∪ - ∪	-	-
চ ক্রা র	প ঙ্ক্তি রি	ব গ চ্ছ	তি ভা গ্য	প	ঙ্ক্তিঃ।।
- - ∪	- ∪ ∪	∪ - ∪	∪ - ∪	-	-

মালিনী—ননমযযযুতেয়ং মালিনী ভোগিলোকৈঃ" (*ছন্দোমঞ্জরী*, পৃ. ১০৪)--যে ছন্দের প্রতি পাদে ক্রমান্বয়ে 'ন', 'ন', 'ম', 'য' ও 'য' গণ থাকে এবং প্রথমে অষ্টমাক্ষরে ও পরে সপ্তমাক্ষরে যতি থাকে, তাকে মালিনী ছন্দ বলা হয়। যেমন--

ন	ন	ম	য	য
স র সি	জ ম নু	বি দ্ধং শৈ	ব লে না	পি র ম্যং
∪ ∪ ∪	∪ ∪ ∪	- - -	∪ - -	∪ - -
ম লি ন	ম পি হি	মাং শো র্ল	ক্ষ্ম ল ক্ষ্মীং	ত নো তি।
∪ ∪ ∪	∪ ∪ ∪	- - -	∪ - -	∪ - -
ই য় ম	ধি ক ম	নো জ্ঞা ব	ল্ক লে না	পি ত ন্বী
∪ ∪ ∪	∪ ∪ ∪	- - -	∪ - -	∪ - -
কি মি ব	হি ম ধু	রা ণাং ম	ণ্ড নং না	কৃ তী নাম্।।
∪ ∪ ∪	∪ ∪ ∪	- - -	∪ - -	∪ - -

মন্দাক্রান্তা—মন্দাক্রান্তাম্বুধিরসনগৈর্মো ভনৌ গৌ যযুগ্মম্" (*ছন্দোমঞ্জরী*, পৃ ১২৫)—যে ছন্দের প্রতি পাদ যথাক্রমে 'ম', 'ভ', 'ন', দুটি 'গ' ও দুটি 'য' গণে রচিত এবং প্রথমত চতুর্থ অক্ষরে, পরে ষষ্ঠাক্ষরে এবং সবশেষে সপ্তম অক্ষরে যতি থাকে, তাকে বলে মন্দাক্রান্তা ছন্দ। যেমন—

ম ভ ন গ গ য য

তাং জা নী য়াঃ প রি মি ত ক থাং জী বি তং মে দ্বি তী য়ম্

- - - - ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ - -∪ -∪ ∪-∪

দৃ রী ভূ   তে ম য়ি   স হ্ চ   রে চ   ক্র বা কী   মি বৈ কাম্।
\- - -   - ∪ ∪   ∪ ∪ ∪   - -   ∪ - ∪   ∪ - ∪

গা রো তক   ষ্ঠাং শু রু   ষু দি ব   সে ষ্বে   ষু গ চ্ছ   তসু   বা
লাম্
\- - -   - ∪ ∪   ∪ ∪ ∪   - -   ∪ - ∪   ∪ - ∪

জ্যা তাং ম   ন্যো শি শি   র ম থি   তাং প   দ্মি নীং বা   ন্যা রূ পাম্।
\- - -   - - -   ∪ ∪ ∪   - -   ∪ - ∪   ∪ - ∪

ছাব্বিশ–এর অতিরিক্ত অক্ষরে রচিত সমবৃত্ত ছন্দের সাধারণ নাম দণ্ডক ছন্দ। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে প্রধানত চণ্ডবৃষ্টি–প্রপাত, প্রতিচক্র, কুসুমস্তবক, মত্তমাতঙ্গলীলাকর, অনঙ্গশেখর, অশোকপুষ্পমঞ্জরী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার দণ্ডক ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়। '*ছন্দোমঞ্জরী*' গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক ও টীকাকার গুরুনাথ বিদ্যানিধি অর্ণ, অর্ণব, ব্যাল, জীমূত, লীলাকর, উদ্দাম, শঙ্খ, আরাম, সংগ্রাম, সুরাম, বৈকুণ্ঠ, সার, কাসার, বিসার, সংহার, নীহার, মন্দর, কেদার, আসার, সৎকার, সংস্কার, মুকুন্দ, গোবিন্দ, সানন্দ, সন্দোহ, আনন্দ প্রভৃতি দন্ডক ছন্দের উল্লেখ করেছেন। [২]

বৃত্তছন্দের সংখ্যা সুবিপুল। পিঙ্গলাচার্য এক কোটি সাতষট্টি লক্ষ সাতাত্তর হাজার দুশো ষোলটি ছন্দের উল্লেখ করেছেন।[৩] নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের মতে, বৃত্ত ছন্দের মোট সংখ্যা তের কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ সতের হাজার সাতশো ছাব্বিশ। (*নাট্যশাস্ত্র* ১৫/ ৭৭–৭৮)

বৃত্তছন্দের এই সুবিশাল সংখ্যার কারণ উদ্ভাবন করতে গিয়ে তারাপদ ভট্টাচার্য বলেন, ''সুদীর্ঘকালের পটভূমিকায় সংস্কৃত সাহিত্য সুবিশাল সন্দেহ নাই, তথাপি উহাতে দেড়কোটির অধিক ছন্দোবদ্ধ সত্য সত্যই ব্যবহৃত হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। আসলে এগুলির অধিকাংশই ধ্বনিবিলাসী বৈয়াকরণদিগের ছন্দক্রীড়ার ফল। এইগুলিতে রহিয়াছে লঘু–গুরু বা হ্রস্ব–দীর্ঘ ধ্বনির বিচিত্র রূপকল্প বা 'প্যাটার্ন'। এইগুলির অধিকাংশই সংস্কৃত সাহিত্যে অব্যবহৃত ও অব্যবহার্য। সেকালের ভারতীয় জীবনে শ্রুতিবিলাসের কিরূপ প্রাবল্য ঘটিয়াছিল, বৃত্তছন্দের সংখ্যাবহুলতা তাহার অন্যতম প্রমাণ।" (*ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দোবিবর্তন*, পৃ. ২৭২)।

ছন্দের সংখ্যা বৃদ্ধির যেসব প্রক্রিয়া আছে তাদের সাধারণ নাম প্রত্যয়-'ছন্দসাং ভেদাদিপ্রত্যায়কত্বাৎ প্রত্যয়াঃ।" *(ছন্দঃশাস্ত্র,* পৃ. ১৯০)। প্রস্তার, উদ্দিষ্ট, নষ্ট, সংখ্যান, লগক্রিয়া ও অধ্ব—এই ছ'টি হচ্ছে প্রধান প্রত্যয়। ছন্দসূত্র, বৃত্তরত্নাকর, বৃত্তমৌক্তিক, মন্দারমরন্দচম্পূ প্রভৃতি গ্রন্থে এসব বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। কিন্তু '*ছন্দোমঞ্জরী*'তে গঙ্গাদাস বলেছেন, এগুলি ছন্দ নিয়ে একপ্রকার খেলা মাত্র—

> ''ব্যবহারোচিতং প্রায়ো ময়া ছন্দোহত্র কীর্তিতম্।
> প্রস্তারাদি পুনর্গোক্তং কেবলং কৌতুকং হি তৎ।।"
> *ছন্দোমঞ্জরী* ৭। ৬

(প্রস্তার প্রভৃতি ছন্দে কেবল কৌতূহল সৃষ্টি করে বলে আমি এই গ্রন্থে তা উল্লেখ না করে একমাত্র ব্যবহারযোগ্য প্রায় সমস্ত ছন্দই উল্লেখ করেছি)।

অর্ধসমবৃত্ত—যে বৃত্তের প্রথম পাদ তৃতীয় পাদের এবং দ্বিতীয় পাদ চতুর্থ পাদের সমান, তাকে অর্ধসমবৃত্ত ছন্দ বলা হয়। যেমন-বেগবতী, হরিণপ্লুতা, অপরবক্ত্র, পুষ্পিতাগ্রা প্রভৃতি।

বেগবতী—''বিষমে প্রথমাক্ষরহীনং দোধকমেব হি বেগবতী স্যাৎ" *(ছন্দোমঞ্জরী,* পৃ. ১৮২)—প্রথম ও তৃতীয় পাদে যদি দোধক ছন্দের প্রথমাক্ষর শূন্য হয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদ যদি দোধক ছন্দের লক্ষণযুক্ত হয়, তবে তাকে বলা হয় বেগবতী ছন্দ। দোধক ছন্দের লক্ষণ সম্পর্কে গঙ্গাদাস বলেন, ''দোধকমিচ্ছতি ভত্রিতয়াদ্ গৌ" *(ছন্দোমঞ্জরী,* পৃ. ১৮২)—শ্লোকের প্রতি পাদে যথাক্রমে তিনটি 'ভ' গণ ও দুটি 'গ' গণ থাকলে হয় দোধক ছন্দ। প্রতিটি 'ভ' গণ তিনটি অক্ষরে রচিত, প্রতিটি 'গ' গণ রচিত একটি অক্ষরে। সুতরাং দোধক ছন্দের প্রতিটি পাদ রচিত ১১টি অক্ষরে এবং বেগবতী ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় পাদ ১০টি অক্ষরে আর দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদ ১১টি অক্ষরে গ্রথিত। যেমন-

স্ম	র	বে	গ	ব	তী	ব্র	জ	রা	মা
∪	∪	–	∪	∪	–	∪	∪	–	–
	ভ			ভ			ভ	গ	গ

কে	শ	ব	বং	শ	র	বৈ	র	তি	মু	গ্ধা।
–	∪	∪	–	∪	∪	–	∪	∪	–	–

র ভ সা ন্ন গু রু ম্প ণ য় ন্তী
⏑ ⏑ – ⏑ ⏑ – ⏑ – – –

ভ ভ ভ গ গ

কে লি নি কু ঞ্জ গৃ হা য় জ গা ম।।
– ⏑ – – ⏑ ⏑ ⏑ – – – –

এখানে শ্লোকের চতুর্থ পাদের অন্ত বর্ণ 'ম' লঘু, কিন্তু পাদের অন্তস্থিত লঘু বর্ণ বিকল্পে গুরু বর্ণ হয় বলে লঘুবর্ণ 'ম' গুরুবর্ণরূপে পরিগণিত হয়েছে।

সমবৃত্ত ছন্দকে বিচিত্রতর করার প্রবণতা থেকেই অর্ধসমবৃত্তের জন্ম। যেমন, সমবৃত্ত দোধকের প্রথম ও তৃতীয় পাদের দ্বিমাত্রিক প্রথম অক্ষরটি বাদ দিয়েই উপর্যুক্ত অর্ধসমবৃত্ত বেগবতী ছন্দ গ্রথিত হয়েছে। অনুরূপভাবে দ্রুতবিলম্বিত ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় পাদের আদ্যাক্ষর বাদ দিলে হরিণপ্লুতা ছন্দের সৃষ্টি হয়।

বিষমবৃত্ত—যে বৃত্তের চারটি পাদেরই অক্ষরসংখ্যা এবং লঘু-গুরুবিন্যাস পৃথক, তার নাম বিষমবৃত্ত। উদ্‌গতা, সৌরভক, ললিতা প্রভৃতি ছন্দ এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

উদ্‌গতা—"প্রথমে সজৌ যদি সলৌ চ নসজগুরুকাণ্যন্তরম্।
যদ্যথ ভনভগাঃ স্যুরথো সজসা জগৌচ ভবতীয়মুদ্‌গতা।।"
(*ছন্দোমঞ্জরী*, পৃ. ১৯৩)

—যদি শ্লোকের প্রথম পাদে 'লা', 'জ', 'স' ও 'ল', দ্বিতীয় পাদে 'ন', 'স', 'জ' ও 'গ', তৃতীয় পাদে 'ভ', 'ন', 'ভ', 'গ' ও চতুর্থ পাদে 'স', 'জ', 'স', 'জ' ও 'গ' গণ সন্নিবিষ্ট হয়, তাহলে 'উদ্‌গতা' নামক বিষমবৃত্ত ছন্দ হয়। যেমন—

স জ স ল
বি ল লা স গো প র ম ণী ষু
⏑ ⏑ – ⏑ – ⏑ ⏑ ⏑ – ⏑

ন স জ গ
ত র ণি ত ন য়া প্র ভো দ অ।
⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏑ –

ভ	ন	ভ	গ
কৃ ষ্ণ ন	য় ন চ	কো র যু	গে
– ∪ ∪	∪ ∪ ∪	– ∪ ∪	–

স	জ	স	জ	গ
দ ধ তী	সু ধাং শু	কি র ণো	র্মি বি ভ্র	মম্।।
∪ ∪ –	∪ – ∪	∪ ∪ –	∪ – ∪	–

কৃষ্ণশর্মার মতে, বিষমবৃত্ত ছন্দের ৩টি প্রধান ভেদ- পদচতুরূর্ধ্ব, উদ্‌গতা ও উপস্থিতপ্রকুপিত। পদচতুরূর্ধ্বের সৃষ্টি অনুষ্টুপ্ ছন্দ থেকে (*ছন্দঃশাস্ত্র*, পৃ. ৮২)। অনুষ্টুপ্-এর মতই এর প্রথম পাদে থাকে আট অক্ষর। তারপর প্রতি পাদে চার অক্ষর করে বৃদ্ধি পেতে থাকে অর্থাৎ দ্বিতীয় পাদে ১২, তৃতীয় পাদে ১৬ এবং চতুর্থ পাদে ২০ অক্ষর থাকে। পিঙ্গলাচার্য পদচতুরূর্ধ্বকে ভাগ করেছেন পাঁচ ভাগে—আপীড়, প্রত্যাপীড়, মঞ্জরী, লবলী ও অমৃতধারা।

উদ্‌গতা ছন্দের ৩টি প্রকারভেদ—সৌরভক, ললিত ও সরল।
উপস্থিতপ্রকুপিত ছন্দের ২টি ভেদ—বর্ধমান ও শুদ্ধবিরাট।

পিঙ্গল, জয়কীর্তি, জয়দেব প্রভৃতি ছান্দসিকগণ বক্ত্র প্রকরণকেও বিষমবৃত্তের অন্তর্গত করেছেন। গঙ্গাদাসের মতে, বক্ত্রছন্দ কখনো অর্ধসম, কখনো বিষম—"ভবত্যর্দ্ধসমং বক্ত্রং বিষমঞ্চ কদাচন।" (*ছন্দোমঞ্জরী*, পৃ. ১৯৬)। কেদার ভট্টের মতে, এটি জাতি বা মাত্রা ছন্দের অন্তর্গত। কিন্তু এইচ. ডি. ভেলঙ্কারের অভিমত, "Under no circumstances however, can they be regarded as the Mātrā vrittas and kedāra has put this group in the midst of the Mātrā vrittas in a spirit of negligence and disregard for them."(*Jayadāman*, p. 39).

ছন্দের লক্ষণ নির্ণয়ে সাধারনত দশটি অক্ষররূপ সংকেত ব্যবহার করা হয়--ম, য, র, স, ত, জ, ভ, ন, গ এবং লঃ

ম্যরস্তজভ্নগৈর্লান্তেরেভির্দশভিরক্ষরৈঃ।
সমস্তং বাঙ্ময়ং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যমিব বিষ্ণুনা।।
ছন্দোমঞ্জরী ১। ৭

[বিষ্ণু যেমন স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল—এই ত্রিভুবনে পরিব্যাপ্ত তদ্রূপ সমস্ত ছন্দ পরিব্যাপ্ত ম, য, র প্রভৃতি দশটি অক্ষরে]

তিনটি অক্ষর যুক্ত হলে হয় একটি গণ। যেমন ম–গণ, য –গণ, র –গণ, স–গণ, ত–গণ, জ–গণ, ভ–গণ ও ন–গণ। কিন্তু গ ও ল–গণ একটি অক্ষরের সংকেত মাত্র। 'গণ' শব্দটি ব্যাকরণশাস্ত্রে প্রযুক্ত হয়েছে 'শ্রেণী' অর্থে। ধাতুর দশটি গণ আছে অর্থাৎ সমস্ত সংস্কৃত ধাতু দশটি শ্রেণীতে বিভক্ত—

ভ্বাদ্যদাদী জুহোত্যাবদির্দিবাদি স্বাদিরেব চ।
তুদাদিশ্চ রুধাদিশ্চ তনক্র্যাদিচুরাদয়ঃ ।।
(সমগ্র ব্যাকরণকৌমুদী, পৃ. ১৮৪)

–ভ্বাদি, অদাদি, জুহোত্যাদি, দিবাদি, স্বাদি, তুদাদি, রুধাদি, তনাদি, ক্র্যাদি ও চুরাদি।

প্রাচীন রীতিতে লঘুবর্ণের সংকেত '।' এরূপ দণ্ডাকৃতি ছিল এবং গুরুবর্ণের সংকেত ছিল 's' এরূপ। 's' চিহ্নটিকে ব্যাকরণের পরিভাষায় বলা হয় 'অবগ্রহ'। আধুনিক ছান্দসিকগণ লঘু ও গুরু বর্ণের সংকেতরূপে যে চিহ্ন ব্যবহার করেন তা যথাক্রমে 'V' এবং '—'।

সমস্ত হ্রস্বস্বর (অ, ই, উ, ঋ, ৯) লঘু এবং সমস্ত দীর্ঘস্বর (আ, ঈ, ঊ, ৠ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ) গুরু। তাছাড়া, অনুস্বারযুক্ত বর্ণ, বিসর্গযুক্ত বর্ণ ও সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্ণ ও বিকল্পে গুরু হয়—

''সানুস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গী চ গুরুর্ভবেৎ।
বর্ণসংযোগ পূর্বশ্চ তথা পাদান্তগোঽপি বা ।।''
(ছন্দোমঞ্জরী ১।১১)

এবার 'ম' প্রভৃতি ১০টি গর্ণের লঘু–গুরু চিহ্নযুক্ত ক্রম নিম্নে বর্ণিত হলঃ

ম = – – – । ন = ∪∪∪ । ভ = – ∪∪ । য = ∪ – – । জ = ∪ – ∪ । র = – ∪ – । স = ∪∪ – । ত = – – ∪ । গ = – । ল = ∪ ।

''মস্ত্রিগুরুস্ত্রিলঘুশ্চ নকারো
ভাদিগুরুঃ পুনরাদিলঘুর্যঃ।
জো গুরুমধ্যগতো রলমধ্যঃ
সোঽন্তগুরুঃ কথিতো হন্তলঘুস্তঃ ।।''
(ছন্দোমঞ্জরী ১।৮

এবার জাতি বা মাত্রা ছন্দের প্রসঙ্গে আসা যাক। ছান্দসিক গঙ্গাদাসের মতে, ''জাতিমাত্রাকৃতা ভবেৎ'' (*ছন্দোমঞ্জরী* ১।৪)— মাত্রার সংখ্যা অনুসারে গ্রথিত ছন্দের নাম 'জাতি'। অক্ষর উচ্চারণের কালকে বলা হয় মাত্রা। তন্ত্রসারে বলা হয়েছে—

''বামজানুনি তদ্ধস্তভ্রমণা যাবতা ভবেৎ।
কালেন মাত্রা সা জ্ঞেয়া মুনিভির্বেদপারগৈঃ ।।''
(*ছন্দোমঞ্জরীতে* উদ্ধৃত, পৃ. ৩)

—বাম জানুতে বাম হস্ত ঘুরিয়ে আনতে যত সময়ের প্রয়োজন হয়, সেই সময়কে বলে মাত্রা। লঘুবর্ণের সমান এক মাত্রা, গুরুবর্ণের সমান দুই মাত্রা, প্লুতস্বরের সমান তিন মাত্রা এবং ব্যঞ্জনের সমান অর্ধমাত্রা—

''একমাত্রো ভবেৎ হ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তু ভবেৎ প্লুতো ব্যঞ্জনঞ্চার্ধমাত্রকম্ ।।''
—গুরুনাথ বিদ্যানিধিকৃত টীকায় উদ্ধৃত,
ছন্দোমঞ্জরী, পৃ. ৩

মাত্রা বা জাতি ছন্দের উৎপত্তির ইতিহাস ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশিষ্ট ছন্দতত্ত্ববিদ তারাপদ ভট্টাচার্য বলেন, ''মাত্রাছন্দের জন্মেতিহাস অজ্ঞাত। ইহার লাস্যময় প্রকৃতি ও গীতিপ্রবণতা হইতে অনুমান করা যায়, সম্ভবত আর্যেতর জাতির নৃত্যগীত হইতে ইহার উৎপত্তি এবং কথ্যপ্রাকৃতেই ইহার ভাষাবদ্ধ রূপের প্রথম প্রকাশ। আর্যেরা কথ্য প্রাকৃত হইতে ইহাকে সংগ্রহ করিয়া সংস্কৃতের মধ্যে স্থায়িত্ব দিয়াছেন। আর্যদিগের এই বিজাতীয় ছন্দপ্রীতির কারণ গীতি প্রেরণার চরিতার্থতা। ভারতবর্ষ বহু শতাব্দীর ভাবও চিন্তা সংস্কৃত অক্ষর ছন্দে প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু যথার্থ গান গাহিতে পারে নাই। ছন্দে কোমলতা ও লঘুতা না থাকিলে গান কখনও সার্থক হইয়া উঠে না। সংস্কৃতে অক্ষর ছন্দের প্রাধান্য বলিয়া ইহাতে বহু মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্য দেখা যায়, কিন্তু সার্থক সঙ্গীতকাব্য দুর্লভ। বাঙালী কবি জয়দেব 'গীতগোবিন্দে' সংস্কৃত ভাষাকে গান গাহাইয়াছিলেন, তাহার কারণ জয়দেবের অবলম্বন ছিল মাত্রাছন্দ। সংস্কৃত নাটকে যখনই গানের প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই প্রয়োজন হইয়াছে মাত্রাছন্দ।'' (*ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দোবিবর্তন*, পৃ. ২৬০)।

মাত্রা ছন্দ—প্রধান মাত্রা ছন্দ আর্যা। গঙ্গাদাস এর লক্ষণ নির্দেশ করেন এ ভাবে—

''লক্ষ্মৈতৎ সপ্তগণা গোপেতা ভবতি নেহ বিষমে জঃ।
ষষ্ঠো জশ্চ নলঘু বা প্রথমেহর্দ্ধে নিয়তমার্যায়াঃ ।।''
(*ছন্দোমঞ্জরী* পৃ. ২০১)

—আর্যার প্রথমার্ধে অন্তে, একটি গুরুযুক্ত সপ্তগণ প্রযুক্ত হয়। প্রথমার্ধস্থিত পাদে প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম গণে আদ্যন্ত লঘু এবং মধ্যগুরু 'জ' গণের প্রয়োগ হয় না। অপরার্ধে ষষ্ঠগণ পূর্বোক্ত 'জ' ও 'ন' লঘু আর্যার লক্ষণ।

আর্যার প্রধান ভেদ নয়টি-পথ্যা, বিপুলা, চপলা, মুখচপলা, জঘনচপলা, গীতি, উপগীতি ও আর্যাগীতি। '*মন্দারমরন্দচম্পূ*'তে (পৃ. ২৩-২৭) কৃষ্ণশর্মা মাত্রা ছন্দকে ৪টি ছন্দোগোষ্ঠীতে ভাগ করেছেনঃ

(ক) আর্যাঃ আর্যার ভেদ সতের--পথ্যার্যা, বিপুলার্যা, চপলার্যা, মুখচপলার্যা, জঘনচপলার্যা, গীতি, উপগীতি, উদ্‌গীতি, আর্যাগীতি, বিগীতি, সুগীতিকা, অতিগীতি, স্বরগীতিকা, কটুগীতি, মধুগীতি, বালগীতি ও বক্ত্রগীতি

(খ) মাত্রাসমকঃ মাত্রাসমকের প্রধান ভেদ দুটি - ষোড়শমাত্রা ও ত্রিংশৎমাত্রা।

ষোড়শমাত্রার ছয়টি ভেদ—অচলধৃতি, বিশ্লোক, বানবাসিকা, চিত্রা, উপচিত্রা ও পাদাকুলক।

ত্রিংশৎমাত্রারও ভেদ ছয়টি--রুচিরা, শিখিত, গণিত, শিখা, খজা ও অনঙ্গক্রীড়া।

(গ) বৈতালীয়ঃ এর ভেদ ছয়টি--ঔপচ্ছন্দসিক, আপাতালী, দক্ষিণান্তিকা, উদীচ্যবৃত্তি ও প্রবৃত্তক।

(ঘ) বক্ত্রঃ এর নয়টি ভেদ--পথ্যাবক্ত্র, বিপরীত পথ্যাবক্ত্র, চপলাবক্ত্র, মুখবিপুলা, সৈতববিপুলা, ত-বিপুলা, র-বিপুলা, ভ-বিপুলা ও ন-বিপুলা।

উল্লিখিত ছন্দোরাশির মধ্যে সকল ছন্দ সকল রস বা সকল বিষয়ের উপযোগী নয়। বিশেষ বিশেষ রসের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ছন্দ অনুগুণ হয়, যেমন—করুণরসে মন্দাক্রান্তা, পুষ্পিতাগ্রা প্রভৃতি, শৃঙ্গাররসে পৃথ্বী, স্রগ্‌ধরা প্রভৃতি, বীররসে শিখরিণী, শার্দূল-বিক্রীড়িত প্রভৃতি এবং হাস্যরসে দোধক।[৪] তাছাড়া, বর্ষা ও প্রবাসের বর্ণনায় মন্দাক্রান্তা'[৫] বীরের ভুজবর্ণনায় স্রগ্ধরা, নায়িকাবর্ণনায় বসন্ততিলক',[৬] চন্দ্রোদয়াদি বিভারে রথোদ্ধতা', [৭] বীর ও রৌদ্ররসের সংকরে বসন্ততিলক,[৮] সর্গান্তে মালিনী',[৯] আক্ষেপ, ক্রোধ ও ধিক্‌কৃতিতে পৃথ্বী' [১০] রাজাদির বীরত্বর্ণনায় শার্দূলবিক্রীড়িত',[১১] এবং বায়ুর গতিবেগ বর্ণনায় স্রগ্ধরা ছন্দ'[১২] উপযোগী হয়। আবার, বসন্ততিলক, উপেন্দ্রবজ্রা প্রভৃতি ছন্দ ছাড়া বৈদর্ভী রীতি স্বমহিমায় প্রকাশিত হতে পারে না'।[১৩] অন্যদিকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ছন্দ জনপ্রিয়, যেমন-বঙ্গদেশে শার্দূললীলা বা শার্দূললালিত ও দাক্ষিণাত্যে মন্দাক্রান্তা

(Jottings on Sanskrit metrics)

এবার ছন্দের সঙ্গে সম্যকরূপে সংশ্লিষ্ট যতিবিষয়ে আলোচনা করা যাক। যতির লক্ষণ সম্পর্কে গঙ্গাদাস বলেছেন,

''যতির্জিহ্বেষ্টবিশ্রামস্থানং কবিভিরুচ্যতে।
সা বিচ্ছেদ বিরামাদ্যৈঃ পদৈর্বাচ্যা নিজেচ্ছয়া।।''
(*ছন্দোমঞ্জরী* ১।১৯)

—জিহবার ঈপ্সিত বিশ্রামস্থলকে বলা হয় যতি। এই যতি উচ্চারণকারীর ইচ্ছানুসারেই হয়ে থাকে। বিচ্ছেদ, বিরাম, ছিদ, ভিদ, বিরতি প্রভৃতি যতি শব্দেরই সমার্থক।

শ্রুতবোধেও একইভাবে যতির লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে—
রসজ্ঞা-বিরতি-স্থানং কবিভির্যতিরুচ্যতে।
সা বিচ্ছেদ-বিরামাদি—সংজ্ঞাভিরুপদিশ্যতে।।

নাট্যশাস্ত্রকার ভরত মুনির মতে, ''নিয়তঃ পদবিচ্ছেদো যতিরিত্যভি-ধীয়তে'' (১৫। ২৬)—নির্দিষ্ট পদবিচ্ছেদ যতি অভিধায় অভিহিত।

ছন্দের মাধুর্য সৃষ্টির জন্যই যতি বাঞ্ছনীয়। যেখানে যতি-প্রয়োগে কাব্যের শ্লোক শ্রুতিদুষ্টদোষে দুষ্ট হয়, সেখানে যতির ব্যবহার অবশ্য পরিত্যাজ্য। দেবেশ্বর 'কবিকল্পলতা'য় এই বিষয়ের প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—

''এবং যথাযথোদ্বেগঃ সুধিয়াং নোপজায়তে।
তথা তথা মধুরতানিমিত্তং যতিরিষ্যতে।।''
-(পৃ.৫)

আচার্য দণ্ডীর বক্তব্যেও একই অভিমত ব্যক্ত। যতিভ্রষ্ট দোষের স্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

''শ্লোকেষু নিয়তস্থানে পদচ্ছেদং যতিং বিদুঃ।
তদপেতং যতিভ্রষ্টং শ্রবণোদ্বেজনং তথা।।''
(*কাব্যাদর্শ* ৩। ১৫২)

পাদান্তে যতির ব্যবহার সর্বজনস্বীকৃত, কিন্তু বিশেষ অবস্থায়—পাদ মধ্যেও যতি ব্যবহৃত হয়। এ সম্পর্কে কেদার ভট্ট বৃত্তরত্নাকরে বলেছেন,

''যতিঃ সর্বত্র পাদান্তে শ্লোকার্ধে তু বিশেষতঃ।''
(পৃ. ১৬)

মন্দাক্রান্তা, মালিনী, শালিনী, শার্দূলবিক্রীড়িত, স্রগ্ধরা প্রভৃতি ছন্দে পাদমধ্যেও যতির প্রয়োগ হয়। সপ্তদশ অক্ষরে গ্রথিত মন্দাক্রান্তা ছন্দের চতুর্থ, ষষ্ঠ ও সপ্তমাক্ষরে; পঞ্চদশ অক্ষরে নিবদ্ধ মালিনী ছন্দের অষ্টম ও তৎপরবর্তী সপ্তম অক্ষরে, একাদশ অক্ষরে রচিত শালিনী ছন্দের চতুর্থ ও সপ্তম অক্ষরে; উনিশ অক্ষরে সংবদ্ধ শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দের দ্বাদশ ও উনবিংশ অক্ষরে এবং একুশ অক্ষরে বিরচিত স্রগ্ধরা ছন্দের সপ্তম, চতুর্দশ ও একবিংশ অক্ষরে যতি থাকে।

সংস্কৃত ছান্দসিকগণ যতিস্থল নির্দেশ করার জন্য কতকগুলি সংখ্যাসূচক সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। নিম্নে সংখ্যাসূচক কতিপয় সাংকেতিক শব্দের তালিকা প্রদত্ত হল:

বাণ = ৫ । অশ্ব = ৭ । বসু = ৮। গ্রহ = ৯ । ভোগী/সর্প = ৮ । ঋতু = ৬। বেদ = ৪ । মনু = ১৪ । অম্বুধি = ৪ । নগ/ পর্বত = ৭ । ভুবন = ৩ । মুনি = ৭ । ভূত = ৫ । ইন/ সূর্য = ১২ । আশা (দিক) = ১০ । ঈশ = ১১ । স্বর = ৭ । অগ্নি = ৩। সন্ধ্যা = ৩। রাম = ৩ । উপায় = ৪ । বেদাঙ্গ = ৬ । স্বর্দ্রু (স্বর্গের বৃক্ষ) = ৫ । কর্ম = ৬ । সিদ্ধি = ৮ । দিগ্‌গজ = ৮ । সমুদ্র = ৭ । পুরাণলক্ষণ = ৫ । আশ্রম = ৪ ।

উপর্যুক্ত শব্দগুলি বিভিন্ন সংখ্যার প্রতীকরূপে গ্রহণ করার কারণ নিম্নে নির্দেশিত হল:

বাণ—পৌরাণিক আখ্যান অনুসারে কামদেবের বাণ পাঁচটি। এই পাঁচটি বাণ যথাক্রমে—অরবিন্দ, অশোক, চূত, নবমল্লিকা ও নীলোৎপল দ্বারা তৈরি। পঞ্চবাণের নাম—সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন। দ্রষ্টব্য:

''অরবিন্দ মশোকঞ্চ চূতঞ্চ নবমল্লিকা।
নীলোৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্য সায়কাঃ।।''
'*স্বপ্নবাসবদত্ত*' নাটকের টীকায় উদ্ধৃত, পৃ. ১৩৩
''সম্মোহনোন্মাদনৌচ শোষণতাপনস্তথা।
স্তম্ভনশ্চেতি কামস্য পঞ্চবাণাঃ প্রকীর্তিতাঃ।।''
'*স্বপ্নবাসবদত্ত*' নাটকের টীকায় উদ্ধৃত পৃ. ১৩৩

কামদেব পঞ্চবাণধারী বলেই 'বাণ' বা 'ইষু' পাঁচ সংখ্যার প্রতীক রূপে গৃহীত হয়েছে।

অশ্ব—পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে অমৃত, বাষ্প, অগ্নি, বেদ, অন্ত, গর্ভ ও সাম থেকে সপ্তাশ্ব উদ্‌ভূত। [১৪] এ জন্য 'অশ্ব' বা 'হয়'কে সাত সংখ্যার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

গ্রহ--রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু—এই নয়টি গ্রহ থাকায় 'গ্রহ' নয় সংখ্যার প্রতীক রূপে গৃহীত হয়েছে।

ভোগী/ সর্প-পৌরাণিক উপাখ্যান অনুসারে ভোগী বা সর্পের সংখ্যা আট—অনন্ত, বাসুকি, কম্বল, কর্কোটক পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, কুলিক ও অপরাজিত। এ কারণেই ভোগী বা সর্পকে আট সংখ্যার প্রতীক রূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

ঋতু—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত—এই ছয়টি ঋতু। তাই ঋতু ছয় সংখ্যার প্রতীক।

বেদ—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব—বেদের এই চারটি বিভাগ থাকায় বেদ চার সংখ্যার প্রতীকরূপে গৃহীত হযেছে।

মনু—স্বায়ম্ভুব, স্বরোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবতঃ, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মাসাবর্ণি, ধর্ম- সাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি--পুরাণে এই চৌদ্দ জন মনুর উল্লেখ থাকায় 'মনু' শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে চৌদ্দ সংখ্যার প্রতীকরূপে।

অম্বুধি—পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ—এই চারটি সমুদ্র থাকায় 'অম্বুধি' চার সংখ্যার সূচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

নগ বা পর্বত—পুরাণে মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষমান, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র' [১৫]—এই সাতটি পর্বত উল্লিখিত হওয়ায় 'নগ' বা 'পর্বত' সপ্ত সংখ্যার প্রতীক।

ভুবন—ভুবনের সংখ্যা তিন—স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল। এজন্য ভুবন তিন সংখ্যার প্রতীক।

মুনি—মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা ও বশিষ্ঠ—এই সাতজন মুনি পুরাণবিখ্যাতঃ

''মরীচিরত্রিঃ পুলহঃ পুলস্ত্যঃ ক্রতুরঙ্গিরা।
বশিষ্ঠশ্চ মহাভাগ ব্রহ্মণো মানসাঃ স্মৃতাঃ।।''

এজন্যই 'মুনি' সাত সংখ্যার প্রতীক।

ভূত—দর্শন শাস্ত্র অনুসারে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পাঁচটি ভূত সংজ্ঞায় অভিহিত। এজন্যই 'ভূত' পঞ্চসংখ্যাসূচক।

ইন/ সূর্য—পৌরাণিকী বার্তা অনুসারে 'ইন' বা 'সূর্য' বার জন—বিবস্বান, অর্যমা, পুষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র ও উরুক্রম। ইন বা সূর্যের সংখ্যা বার হওয়ায় ইন বা সূর্য দ্বাদশ সংখ্যার প্রতীক রূপে গৃহীত।

আশা (দিক)—পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, বায়ু, অগ্নি, নৈর্ঋত, উর্ধ্ব ও অধঃ—এই দশটি দিক থাকায় আশা বা দিক দশ সংখ্যার সূচক রূপে স্বীকৃত।

ঈশ—অহির্ব্রধন্, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ত্র, পিনাকী, অজৈকপাদ ও সুরেশ্বর—এই ১১টি ঈশ বা রুদ্রের মূর্তি। তাই 'ঈশ' বা 'রুদ্র' ১১ সংখ্যার প্রতীক।

স্বর—ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ—সঙ্গীতে এই সাতটি স্বর স্বীকৃত হওয়ায় 'স্বর' সাত সংখ্যার প্রতীক হিসেবে গৃহীত।

অগ্নি—গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ—অগ্নির এই তিনটি প্রকারভেদ থাকায় 'অগ্নি' তিন সংখ্যার প্রতীক রূপে স্বীকৃত।

সন্ধ্যা—প্রাতঃ, মধ্য ও সায়ম্—এই ত্রিবিধ সন্ধ্যা শাস্ত্রানুযায়ী করণীয় বলে 'সন্ধ্যা' তিন সংখ্যার প্রতীক।

রাম—বলরাম, পরশুরাম ও দাশরথি রাম—এই তিনজন রাম থাকায় 'রাম' তিন সংখ্যার প্রতীক রূপে গৃহীত।

উপায়—রাজনীতিতে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড—এই চারটি উপায়ের উল্লেখ থাকায় 'উপায়' চার সংখ্যার প্রতীক।

বেদাঙ্গ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—এই ছয়টি বেদের ষড়ঙ্গ। এজন্যই 'বেদাঙ্গ' ছয় সংখ্যার প্রতীক।

স্বর্দ্রু বা স্বর্গের বৃক্ষ—স্বর্গের বৃক্ষ পাঁচটি—মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্প ও হরিচন্দন।'[১৬] এ কারণেই 'স্বর্দ্রু' পাঁচ সংখ্যার সূচক।

কর্ম—স্মৃতি শাস্ত্রানুযায়ী যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের করণীয় ষট্‌কর্ম। এজন্য কর্ম ছয় সংখ্যার প্রতীক রূপে স্বীকৃত।

সিদ্ধি—অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা অষ্টসিদ্ধিরূপে শাস্ত্রে উল্লিখিতঃ

''অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা।
ঈশিত্বং চ বশিত্বং চ তথা কামাবসায়িতা।।''
—*মালবিকাগ্নিমিত্র* নাটকের টীকায় উদ্ধৃত, পৃ. ১৩৬

এ জন্যই 'সিদ্ধি' আট সংখ্যার প্রতীকরূপে স্বীকৃত।

দিগ্‌গজ—দিগ্‌গজ আটটি—ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পন্ত, সার্বভৌম ও সুপ্রতীক—এই আটটি হস্তী পূর্বাদি অষ্ট দিকের রক্ষক। এজন্য 'দিগ্‌গজ' অষ্ট সংখ্যার প্রতীক।

সমুদ্র—লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পী (ঘৃত), দধি, দুগ্ধ ও জল—এই অষ্ট সমুদ্র শাস্ত্রে উল্লিখিত।[১৭] সুতরাং 'সমুদ্র' গৃহীত হয়েছে অষ্ট সংখ্যার প্রতীকরূপে।

পুরাণলক্ষণ—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত—এই পঞ্চলক্ষণ সমন্বিত[১৮] পুরাণ। এজন্যই 'পুরাণলক্ষণ' পঞ্চসংখ্যার প্রতীক রূপে গৃহীত।

আশ্রম—প্রাচীন ভারতের অধিবাসীদের জীবন-যাত্রা ব্রহ্মবর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চতুরাশ্রমে বিভক্ত থাকায় 'আশ্রম' চার সংখ্যার প্রতীক।

আলোচ্য নিবন্ধে সংস্কৃত ছন্দের একটি সাধারণ ধারণা দেওয়া হয়েছে। এটা ঠিক যে, শ্রেণীবিভাজনে কোটি সংখ্যারও অতীত যে-ছন্দের কথা উল্লিখিত হয়েছে তা ছন্দবিলাসীদের বিলাসমাত্র, কল্পনার রথে চড়ে দিক হতে দিগন্তে ভ্রমণতুল্য।কখনও বৈদিক বা সংস্কৃতে গণনাতীত এবংবিধ ছন্দ ছিল না এবং এর দ্বারা রচিত হয় নি কোন মন্ত্র বা শ্লোকাবলীও। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে যেমন নায়িকা বিভাজনের[১৯] বিলাসিতা পরিলক্ষিত, তেমনি ছান্দসিকদের ছন্দনির্মাণের বিলাসিতাও দৃষ্টিগ্রাহ্য। তবে সংস্কৃত ছন্দনির্মাতাদের ছন্দনির্মাণে যে-কুশলতা ও বিচিত্রতা দেখা যায় তা প্রশংসার্হ, আর ঈর্ষণীয় এবং আকর্ষণীয় তাদের ছন্দমধ্যে ব্যবহার্য যতিনির্দেশক প্রতীকী শব্দগুলো। এখানে স্বল্প পরিসরে কতিপয় প্রতীকী শব্দমাত্র ব্যাখ্যাত হয়েছে। একথা অনস্বীকার্য যে, একদা মাধুর্যমন্ডিত বিচিত্র ভাব ও গাম্ভীর্যে পূর্ণ যে নৃত্যচপল ভাষা সংস্কৃত ছন্দের বন্ধনে বাঁধনহারা ছিল, আজ সেই ভাষার গতি রুদ্ধ হওয়ায় তার ছন্দের নবীনত্ব এবং আলোচনাও হয়ে পড়েছে সীমিত। সেই সীমিতির প্রেক্ষাপটে সুধীজনের দৃষ্টি-আকর্ষণে বর্তমান নিবন্ধ গৌরবময় সংস্কৃত ছন্দ আলোচনার একটি প্রয়াস।

তথ্যনির্দেশ

১ শোকত্বমাপদ্যত যস্য শ্লোকঃ। রঘুবংশ ১৪। ৭০
যন্তাদৃশং চারুরবং ক্রৌঞ্চং হন্যাদকারণাৎ।
শোচন্নেব পুনঃ ক্রৌঞ্চীমুপশ্লোকমিমং জগৌ।। *রামায়ণ* ১। ২। ২৯

২　অষ্টসু অর্ণঃ, নবসু অর্ণবঃ, দশসু ব্যালঃ, একাদশসু জীমূতঃ, দ্বাদশসু লীলাকরঃ, ত্রয়োদশসু উদ্দামঃ, চতুর্দশসু শঙ্খঃ। আদিনা আরামঃ সংগ্রামঃ সুরামঃ বৈকুণ্ঠঃ সারঃ, কাসারঃ বিসারঃ সংহারঃ নীহারঃ মন্দরঃ কেদারঃ আসারঃ সৎকারঃ সংস্কারঃ মুকুন্দঃ গোবিন্দঃ সানন্দঃ সন্দোহঃ আনন্দঃ ইত্যেবং পঞ্চদশাদিভিঃ রগণৈঃ চন্ডবৃষ্টিপ্রপাতাদিনামকা দন্ডকা ভবন্তি।
গুরুনাথ　　বিদ্যানিধিকৃত টীকা, *ছন্দোমঞ্জরী*, পৃ, ১৭২

৩　একা কোটিঃ, সপ্তষষ্টির্লক্ষাণি, সপ্তসপ্ততিঃ সহস্রাণি, দ্বেশতে, ষোড়শোত্তরে। *ছন্দঃশাস্ত্র*, পৃ. ৭১

৪　করুণে মন্দাক্রান্তা পুষ্পিতাগ্রাদীনামেবানুগুণত্বম্ শৃঙ্গারাদৌ পৃথ্বীস্রগ্ধরাদীনাং বীরাদৌ শিখরিণীশার্দূল-বিক্রীড়িতাদী নামানুগুণ্যম্ হাস্যে চ দোধকস্য প্রতিপর্দবিচ্ছেদিত্বেনানুগুণ্যমিতি, বালে বাধিনী টীকা, *কাব্যপ্রকাশ*, পৃ. ৩৩৯

৫　প্রাবৃট্-প্রবাস-ব্যসনে মন্দাক্রান্তা বিরাজতে। *সুবৃত্ততিলক*, ২১

৬　বীরস্য ভুজদণ্ডনাং বর্ণনে স্রগ্ধরা ভবেৎ।
নায়িকাবর্ণনে কার্যং বসন্ততিলকাদিকম্।।
Jottings on Sanskrit Metrics প্রবন্ধে কাত্যায়নবচন হিসেবে উদ্ধৃত।

৭　রথোদ্ধতা বিভাবেষু ভব্যা চন্দ্রোদয়াদিষু। ***সুবৃত্ততিলক*, ১৮**

৮　বসন্ততিলকং ভাতি সংকরে বীররৌদ্রয়োঃ। ***সুবৃত্ততিলক***, ১৯

৯　কুর্যাৎ সর্গস্য পর্যন্তে মালিনীং দ্রুততালবৎ ।। ***সুবৃত্ততিলক***, ১৯

১০　সাক্ষেপক্রোধধিকারে পরং পৃথ্বী ভরক্ষমা।। ***সুবৃত্ততিলক***, ২১

১১　শৌর্যস্তরে নৃপাদীনাং শার্দূলক্রীড়িতং মতম্।। ***সুবৃত্ততিলক***, ২২

১২　সাবেগপবনাদীনাং বর্ণনে স্রগ্ধরা মতা।। ***সুবৃত্ততিলক***, ২২

১৩　বসন্ততিলকাদিভিন্নছন্দসি বৈর্দভী ন চমৎকরোতি--লোকনাথ চক্রবর্তিকৃত টীকা, ***অলঙ্কারকৌস্তুভ***, পৃঃ ৩৫৪

১৪　অমৃতাদ্বাষ্পতো বহ্নের্বেদেভ্যোহস্তাচ্চ গর্ভতঃ।
সাম্নো হয়ানামুৎপত্তিঃ সপ্তধা পরিকীর্তিতাঃ।।'' *বাচস্পত্য অভিধান*, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৯৮

১৫ মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তি মানৃক্ষমানপি।
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ ইত্যেতে কুলপর্বতাঃ।।
—*বিষ্ণুপুরাণম্* ২।৩।৩

১৬ 'পঞ্চৈতে দেবতরবঃ মন্দারঃ পারিজাতকঃ।
''সন্তানঃ কল্পবৃক্ষশ্চ পুংসি বা হরিচন্দনম্।।''
—*অমরকোষাভিধানম, স্বর্গবর্গ,* ৪৫

১৭ 'লবণেক্ষু সুরাসর্পিদধিদুগ্ধজলান্তকাঃ।
সমুদ্রাঃ সপ্ত ....।।''
—শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা পদ্ধতি, পৃ. ৯২

১৮ ''সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।।''
—*বায়ুপুরাণম্,* ৪।১০।১১

১৯ ভানুদত্তরচিত রসমঞ্জরীতে দশ হাজার বায়ান্ন প্রকার নায়িকার উল্লেখ আছে। সাহিত্যদর্পণ অনুসারে নায়িকা তিনশত চুরাশী প্রকার।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

অমরসিংহ ঃ *অমরকোষাভিধানম্,* কলিকাতা, ১৮৮৬

কবি বিরহাঙ্ক ঃ *বৃত্তজাতিসমুচ্চয়ঃ,* এইচ. ডি. বেলঙ্কর সম্পাদিত, রাজস্থান, ১৯৬২

কবি কর্ণপূর ঃ *অলঙ্কারকৌস্তুভ,* আর. এস. নাগর সম্পাদিত, দিল্লী, ১৯৮১

কালিদাস ঃ *মালবিকাগ্নিমিত্রম্,* এস. জি. ঘোষ সম্পাদিত, বোম্বে, ১৯৬৮

কালিদাস ঃ *শ্রুতবোধঃ,* হেরম্বনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৬১

গঙ্গাদাস ঃ *ছন্দোমঞ্জরী,* গুরুনাথ বিদ্যানিধি সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৭৪

চন্দ্রশেখর ভট্ট ঃ *বৃত্তমৌক্তিক,* মহামহোপাধ্যায় বিনয়সাগর সম্পাদিত, রাজস্থান, ১৯৬৫

তারানাথ তর্কবাচস্পতি ঃ *বাচস্পত্য,* ১ম খন্ড, কলিকাতা, ১৮৭৩

তারাপদ ভট্টাচার্য ঃ ছন্দ–তত্ত্ব ও ছন্দোবিবর্তন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭১

দেবেশ্বর ঃ *কবিকল্পলতা,* পন্ডিত রামগোপাল কবিরত্ন সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯০০

দণ্ডী ঃ *কাব্যাদর্শঃ,* রঙ্গাচার্য রেড্ডী সম্পাদিত, ভান্ডারকর প্রাচ্যবিদ্যা–মন্দির, পুনা, ১৯৭০

দুর্গাচরণ সাংখ্যা বেদান্ততীর্থ ঃ *সমগ্রব্যাকরণকৌমুদী,* কলিকাতা, ১৯৭৮

ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৮

নগেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্তরত্ন ঃ *বৃহন্নন্দিকেশ্বর* পুরাণোক্তা শ্রীশ্রী দুর্গাপূজা পদ্ধতি, কলিকাতা, ১৩৩৬

পিঙ্গলনাগ ঃ *ছন্দঃশাস্ত্রম্,* পন্ডিত কেদারনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত, দিল্লী, ১৯৮১

বিশ্বনাথ কবিরাজ ঃ *সাহিত্যদর্পণঃ,* বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৮৬

বেদব্যাস ঃ *বিষ্ণুপুরাণম্,* শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৭২

বেদব্যাস ঃ *বায়ুপুরাণম্,* শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৬০

ভরত ঃ *নাট্যশাস্ত্রম্* (গাইকোয়াড় সংস্করণ), এম. আর.কবি. সম্পাদিত, ১ম খন্ড, ১৯৫৬

ভানুদত্ত ঃ *রসমঞ্জরী,* সুরেশ ত্রিপাঠী সম্পাদিত, আলীগড়, ১৯৮১

ভাস ঃ *স্বপ্নবাসবদত্তম্,* রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর সম্পাদিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮১

মম্মট ভট্ট ঃ *কাব্যপ্রকাশঃ*, রঘুনাথ দামোদর করমরকর সম্পাদিত, পুনা, ১৯৬৫

যাস্ক ঃ *নিরুক্ত*, অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ১০ম খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮

শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য : *Jottings On Sanskrit Metrics*, Sanskrit College, Calcutta, 1963

শ্রীকৃষ্ণ কবি ঃ *মন্দারমরন্দচম্পূঃ*, পন্ডিত কেদারনাথ ও বাসুদেব লক্ষণশাস্ত্রী পন্‌সীকার সম্পাদিত, নির্ণয় সাগর, ১৯২৪

সুধীরচন্দ্র সরকার ঃ *পৌরাণিক অভিধান*, কলিকাতা, ১৩৮৮

ঃ *ছান্দোগ্যোপনিষৎ*, উপনিষৎগ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৩৬৬

ঃ *জয়দামন*, এইচ. ডি. বেলঙ্কর সম্পাদিত, বোম্বে, ১৯৪১

ঃ *তৈত্তিরীয়াণ্যকম্*, ২য় ভাগ, আনন্দাশ্রম, ১৯৮১